সারসংক্ষেপ

বৈদিক সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণসাহিত্যে বিবিধ মন্ত্রব্যাখ্যা এবং যাগযজ্ঞ বিষয়ে বর্ণনায় মাঝে মধ্যেই 'নির্বক্তি', 'নিরুক্তি', 'নির্বচন', 'ব্যুৎপত্তি' প্রভৃতি অভিধায় প্রযুক্ত হয়ে প্রাসঙ্গিক নানা শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। এমনকী 'পূর্ব মীমাংসা' সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের যে তালিকা প্রদর্শন করেছেন, সেখানেও 'নির্বচন' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে কিন্তু এই নির্বচনগুলির উদ্দেশ্য কী, কোন বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসারে এগুলির প্রণয়ন হয়েছে- সেই বিষয়ে সংহিতাত্মক ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা পাওয়া যায় না। আবার পরবর্তীকালে বেদাঙ্গরূপে প্রাপ্ত *নিরুক্ত* নামে একটি নির্বচন শাস্ত্রও প্রণীত হয়। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক সেই গ্রন্থে তিনটি নির্বচন-পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এই নির্বচন শুধু বেদ-বেদাঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, তারও অনেক পরে বিভিন্ন বেদ বিষয়ক গ্রন্থে এবং লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যেও তার প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব বর্তমান শোধপত্রের মূল লক্ষ্য- ব্রাহ্মণ এবং উত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির অর্থ বিশ্লেষণপূর্বক নির্বচনকৃত শব্দটির উৎস অনুসন্ধান করা এবং যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি অনুযায়ী নিরুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা এবং সুদূর বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচন ধারা লৌকিকসাহিত্যে অবিকৃতভাবেই ধরা দিয়েছে নাকি অর্বাচীনের স্পর্শে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা।

আচার্য যাস্ক *নিরুক্ত* গ্রন্থে যে নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচন-ধারার কথা বলেছেন, তদনুসারে সামবেদসংহিতার অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যেমন- *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, কেনোপনিষদ্* ও *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*- এই পাঁচটি গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের দ্বারা জানা যায়, যাজ্ঞিক বর্ণনা ও তত্ত্বচিন্তার আধারে প্রদর্শিত নির্বচনগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কোনো রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও তা যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচন-সিদ্ধান্তকে (অনেকাংশেই) অনুসরণ করেছে এবং বিবিধ অর্থপ্রদানকারী নির্বচনগুলি পদ্ধতিগত দিক থেকেও যথার্থ। যাস্কাচার্যকৃত নির্বচন-পদ্ধতি এইসমস্ত নির্বচনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার-ই ফলস্বরূপ। আচার্য যাস্ক বৈদিক নির্বচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র অন্ধভাবে গ্রহণ না করে নিজ স্বতন্ত্র মহিমারও পরিচয় দিয়েছেন। শৌনকাচার্য দ্বারা প্রদর্শিত নিরুক্তিতে *নিরুক্ত*কার আচার্য যাস্কের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে সর্বত্র তা নয়, তিনি *নিরুক্ত*কারের মত যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি বিকল্প উপায়স্বরূপ স্ব-চিন্তনেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন ইন্দ্র-শব্দ)। এছাড়াও ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারেও তিনি শব্দের নিরুক্তি করেছেন (যেমন- বরুণ)। *মহাভারত*ের উদ্যোগ ও শান্তি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের নানা মহিমান্বিত নামের অর্থ প্রদর্শনের জন্য যে নির্বচনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অনন্য। নির্বচনগুলি সুনিপুণ ও সুপ্রসিদ্ধ উপায়ে ভগবান্ কেশবের বিবিধ রূপের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অতিপরোক্ষ এই তিন যাস্কীয় নির্বচনসিদ্ধান্ত অনুসারে নিরুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় *মহাভারতে* তাঁর নির্বচনসিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ বিদ্যমান। *বেদমীমাংসা* গ্রন্থটি বিংশ শতকে রচিত হলেও বা বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও বৈদিকদেবতাসমূহ বৈদিক নির্বচনের ছত্রছায়ায় ভিন্ন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানেও যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে পরমেশ্বর অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি ঈশ্বরের বিবিধ গুণ ও কর্মের পরিচয় বহন করে। কয়েকটি ব্যতিরিক্ত সমস্ত শব্দই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু শব্দ বিদ্যমান যেগুলি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্বচনধর্মীতার পরিচয় প্রকাশ করে। *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত দেববাচক শব্দগুলির নির্বচনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অগ্নির অগ্নিত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, রুদ্রের

রুদ্রত্ব ইত্যাদি বিবিধ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে একই দেবতাবাচক শব্দ একাধিক সম ও ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, যেগুলি তাঁদের নানা গুণ-মাহাত্ম্যেরই দ্যোতক।

অতএব বলা যায় সুদূর অতীতে শব্দের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে নির্বচন-পদ্ধতির আবির্ভাব হয় তা আধুনিকযুগে ব্যাকরণ-পদ্ধতির প্রভাবে হারিয়ে যায়নি বরং ব্যাকরণকে সাথে নিয়েই তার আলোকসামান্য প্রভায় কবি সাহিত্যিকদের হৃদয়ে সদা বিরাজিত।